সংবাদ
নির্মাণ করে
কে?

বাংলাদেশ

বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প ২০১৫

জাতীয় প্রতিবেদন

GMMP
Global Media
Monitoring Project
WACC

Acknowledgements

GMMP 2015 is licensed under creative commons using an Attribution-Non Commercial-NoDerivs.

GMMP 2015 is co-ordinated by the World Association for Christian Communication (WACC), an international NGO which promotes communication for social change, in collaboration with data analyst, Media Monitoring Africa (MMA), South Africa.

The data for GMMP 2015 was collected through the collective voluntary effort of hundreds of organizations including gender and media activists, grassroots communication groups, academics and students of communication, media professionals, journalists associations, alternative media networks and church groups.

Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
No derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.
For any use or distribution, you must make clear to others the license terms of this work.
Your fair use and other rights are in no way affected by the above.

With support from

সংবাদ নির্মাণ করে কে?

'সমতার জন্য অঙ্গীকার' চলতি ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান। এই সমতা আনয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রশ্নাতীত। কেননা, এই পৃথিবীকে দেখার চোখ এবং করণীয়ের চিন্তা অনেকাংশে তৈরি করে গণমাধ্যম। কিন্তু বাংলাদেশে যখন একদিকে নারী রাজপথ থেকে সংসদ পর্যন্ত সর্বত্র দৃশ্যমান, অন্যদিকে ঠিক তখনই সংবাদে নারীর উপস্থিতি দ্রুত কমে এসেছে। অন্যান্য পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও গত এক দশকে সাংবাদিকতায় নারীর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে প্রায় স্থির অথবা হ্রাসমান।

লেখচিত্র ১: সংবাদে নারী-পুরুষের সার্বিক উপস্থিতির পরিবর্তন
(সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন)

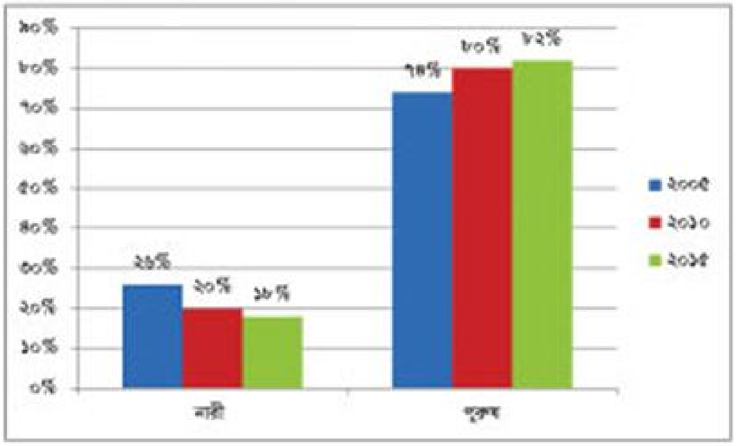

বৈশ্বিক পটভূমি ও বাংলাদেশ

সংবাদমাধ্যম কর্মীরা সারা দুনিয়ায় ২০১৫ সালের পঁচিশে মার্চ যখন তাদের দৈনন্দিন খবর প্রকাশ ও প্রচার করছিলেন, ঠিক সেই সময় পঞ্চম বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের জন্য পৃথিবীর ১১৪টি দেশে সেসব খবর বিশ্লেষণ করছিলেন শত শত পরিবীক্ষক। জেন্ডার বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় এ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প (Global Media Monitoring Project, GMMP) পৃথিবীতে এ জাতীয় সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা স্বেচ্ছাসেবী একটি গবেষণা প্রকল্প। দুনিয়ার ৭১টি দেশে একদিনের সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন সংবাদ বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে একদিনের এই সংবাদ পরিবীক্ষণ শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে মিডিয়া ওয়াচ (১৯৯৫)। পরিবীক্ষণে সেসময় দেখা যায়, খবর যাদের সম্পর্কে এবং খবরে প্রধানত যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মাত্র ১৭% নারী। এই পরিবীক্ষণে আরও বোঝা যায়, পৃথিবীর কোথাও সংবাদে জেন্ডার সমতা বিরাজ করে না। নারীকে খবর পড়তে দেখা যায়, কিন্তু খবর তাকে দেখে না।

এর পাঁচ বছর পর, ২০০০ সালে, দ্বিতীয় বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে ৭০টি দেশ। দ্বিতীয় পরিবীক্ষণে প্রায় অপরিবর্তনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, পাঁচ বছরে খবরে নারীর উপস্থিতি মাত্র শতকরা একভাগ বেড়েছে। একশ আটটি দেশের অংশগ্রহণে চতুর্থ বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ হয় ২০১০ সালে। সেবার গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে – খবরে নারীর উপস্থিতি বেড়ে দাঁড়ায় ২৪%। এই উন্নতিকে পরিসংখ্যানের দিক থেকে লক্ষণীয় মনে হলেও, সামগ্রিক বিচারে খবরে নারীর অবিরত অদৃশ্যমানতা খুব একটা আশার ব্যাপার ছিল না। সব প্রতিবেদন ধরে হিসেব করলে, মাত্র ১৩% প্রতিবেদন ছিল নারীকেন্দ্রিক। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সরকার বা প্রশাসন – বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে, এও দেখা গেছে যে নারী যখন প্রতিবেদক, তখন নারীকেন্দ্রিক খবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নারী প্রতিবেদকের খবরে নারীর উপস্থিতি থাকে পুরুষ প্রতিবেদকের খবরের থেকে বেশি (যথাক্রমে ২৮% ও ২৪%)। খবরে নারীর এই

অদৃশ্যমানতা নতুন মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১০ সালে ১৬টি দেশের এবং আটটি আন্তর্জাতিক সংবাদসাইটের যে পরীক্ষামূলক পরিবীক্ষণ করা হয়, সেখানেও দেখা যায় শুধুমাত্র ২৩% নারী সংবাদের বিষয় হিসেবে আছেন।

সেই প্রথম বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের পঞ্চম পরিবীক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায়, খবর যে পৃথিবীকে দেখায় তা পুরুষের পৃথিবী। প্রথম বিশ্ব পরিবীক্ষণের পর বিশ বছর কেটে গেছে, স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সংবাদমাধ্যমের গৎবাঁধা ধারণা, আর পুরুষ-পক্ষপাতিত্ব প্রায় নাছোড়বান্দা।

সারণি ১. বাংলাদেশের সংবাদে নারী-পুরুষের সার্বিক উপস্থিতি, ২০১৫

সংবাদের প্রধান ক্ষেত্র	সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন		অনলাইন	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
রাজনীতি ও সরকার	৩%	৯৭%	২৯%	৭১%
অর্থনীতি	১২%	৮৮%	০%	১০০%
বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%	০%	০%
সামাজিক ও আইনগত বিষয়	২৬%	৭৪%	১৩%	৮৮%
অপরাধ ও সহিংসতা	৩১%	৬৯%	৪৩%	৫৭%
তারকা, শিল্প ও গণমাধ্যম, খেলা	২৬%	৭৪%	২৫%	৭৫%
অন্যান্য	৩৮%	৬২%	০%	০%
গড় উপস্থিতি	১৮%	৮২%	২৯%	৭১%

বাংলাদেশে এক দশকে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা আরও বেশি আশঙ্কার। সংবাদ প্রতিবেদনে নারীর উপস্থিতি সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সামান্য আশার কথা এই যে অনলাইন সংবাদপত্রে নারীর উপস্থিতি বেশি। বাংলাদেশে যে কয়টি গণমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেখানে পরিমাণগত বিচারে নারী উপেক্ষিত হলেও ভাষা ব্যবহারের গুণগত বিচারে পূর্বের বছরগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সংবেদনশীলতা দেখা গেছে। শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে হলেও, সংবাদে নারী বিষয়ক নীতিমালা এবং আইনের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

দেশীয় পটভূমি

বাংলাদেশে জেন্ডার অবস্থানের নিরিখে গণমাধ্যমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ নেই বললেই চলে। যদিও প্রায়শই বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলের ওপর জোর দেওয়া হয়। সমাজের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, বর্তমান পৃথিবীতে গণমাধ্যম তার অন্যতম প্রধান অংশ। সে কারণেই গণমাধ্যমে জেন্ডারচিত্র কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা খেয়াল রাখা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সচেষ্ট হওয়া জরুরি। এই প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই ১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে গণমাধ্যমকে চিহ্নিত করা হয়। এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতির খসড়া প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে একাধিকবার এতে বদল আনা হলেও 'নারী ও গণমাধ্যম' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অপরিবর্তিত ছিল। অবশেষে ২০১১ সনে যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' গৃহীত হয়েছে তার ৪০ অনুচ্ছেদে 'গণমাধ্যম ও নারী বিষয়ক অংশে স্পষ্টভাবে বলা আছে করণীয় সম্পর্কে:

৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
৪০.৪ প্রচারমাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বয় করা।

উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে বলা যায়, গণমাধ্যমে নারীর ভূমিকা প্রচার করতে হলে, এবং নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন বন্ধ করতে হলে, বর্তমানে গণমাধ্যমে নারীর যে রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করা দরকার। একইসাথে গণমাধ্যমের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রয়োজন, যাতে পরিবর্তনের জন্য জরুরি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় নারী গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। এই পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমে নারীর প্রতিফলন ও অংশগ্রহণ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নারী উন্নয়ন নীতিমালার আরেকটি উল্লেখিত পদক্ষেপ, 'প্রচারমাধ্যমের নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বয় করা'র প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও সংবাদমাধ্যম অধিকাংশ মানুষের জন্য তথ্য, ধারণা এবং মতামত লাভের অত্যন্ত প্রভাবশালী উপায়। যতই সমালোচনা থাকুক না কেন, দেশের চিত্র বা মানুষের মনোভাব জানার জন্য সংবাদমাধ্যমের সমতুল্য আর কোন কার্যকর পরিসর এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। সমাজের পুরো চিত্র যদি সংবাদমাধ্যমে না পাওয়া যায়, তবে একটি দেশের প্রয়োজন পূরণ, কিম্বা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কোন ঘটনা সংবাদে আসে, সংবাদে কাদের তুলে ধরা হয়, কিভাবেই বা তা তুলে ধরা হয় প্রভৃতি বিষয় আমাদের চিন্তার জগৎ নির্মাণে এবং মতামত নির্ধারণে প্রভূত ভূমিকা রাখে। তেমনি, সংবাদ থেকে যা আড়ালে থাকে, কিম্বা যে মুখ বা স্বর সংবাদে পরিস্ফুট হয় না, তা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আসছে। জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম বাংলাদেশে এই পরিবীক্ষণের সমন্বয়কারী। গণমাধ্যমে লিঙ্গীয় বৈষম্য দূরীকরণে একনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সংগঠনের একটি মঞ্চ হিসেবে সংগঠনটি জন্ম নেয় ২০০৮ সালে। এই ফোরামের সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যোগাযোগ ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণে নিয়োজিত হন।

প্রচারসংখ্যা ও প্রচারের পরিধি, মালিকানার ধরন, রাজনৈতিক ঝোঁক, পাঠক বৈচিত্র্য ইত্যাদি শর্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে ২০০৫ সালে পরিবীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয় একটি স্থানীয় পত্রিকাসহ ছয়টি সংবাদপত্র, বিটিভিসহ তিনটি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ বেতার। পাঁচ বছর পর ২০১০ সালে উপরোক্ত শর্তসমূহ বিবেচনায় রেখেই নমুনা গণমাধ্যমের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়। এবার অন্তর্ভুক্ত হয় ১০টি পত্রিকা, চারটি টেলিভিশন চ্যানেল ও তিনটি রেডিও স্টেশন।

বাংলাদেশে পরিবীক্ষণের দিনটি

পঞ্চমবার বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয় ২০১৫ সালের মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখটি। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে এই রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস আক্রমণ শুরু হয়। আর পরদিন ছিল ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা দিবস। তার ফলে, এই দিনটির কিছু প্রতিবেদন ছিল ভয়াল রাতের আক্রমণ, যুদ্ধাপরাধ বিচার ও ট্রাইবুনাল, এবং প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা পদক প্রদান সংক্রান্ত। এছাড়া, সচরাচরের রাজনীতি, অপরাধ ও খেলার সংবাদ প্রচার দিয়ে বিচার করলে দিনটি ছিল একটি অব্যতিক্রমী সংবাদ-দিন। ঢাকা ও চট্টগ্রামের আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমাদান সংবাদের শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল। প্রথম ও শেষ পাতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের মধ্যে ছিল (১) লিবিয়াতে অপহৃত দুজন বাঙালি তেলক্ষেত্র শ্রমিকের মুক্তিলাভ, (২) আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডকাপের সেমিফাইনাল, (৩) আল্পস পর্বতমালায় জার্মান প্লেন বিধ্বস্ত, এবং (৪) রাজধানীর এ্যাপার্টমেন্টে দুজন নারী হত্যা।

সার্বিক বিচারে, এদিন অপরাধমূলক সংবাদ সর্বাধিক (৪৪%) প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে সংবাদে এরপর স্থান নেয় রাজনীতি ও সরকার (২২%) এবং অন্যান্য সামাজিক ও আইনগত সংবাদ (১৯%)।

বাংলাদেশের মিডিয়া-চিত্র ও পরিবীক্ষণের আওতা

বাংলাদেশের জনজীবনে সংবাদমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে কাগজে সংবাদপত্রের সংখ্যা কমেছে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও কাগজের সংবাদপত্রের চাহিদা কম নয়। অগুনতি অনলাইন

সংবাদ পোর্টালের সঙ্গে সংবাদপত্রসমূহ অনলাইন সংস্করণও প্রকাশ করে। আশির দশকে স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু হলে টেলিসংবাদে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একচ্ছত্র আধিপত্য কমতে থাকে। যদিও একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সহজলভ্য মাধ্যম 'বেতার' যত সংখ্যায় থাকার কথা, ততগুলি বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী পরিবীক্ষণের সময় বাংলাদেশে খবরের কাগজের সংখ্যা ৩১১, টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৪২ ও রেডিওর সংখ্যা ছিল ১৪। প্রথমবারের মতো পরিবীক্ষণের আওতায় আনা হয় অনলাইন সংবাদপত্রকেও।

সংবাদপত্র

পরিবীক্ষণের জন্য আটটি জাতীয় এবং চারটি স্থানীয় সংবাদপত্র মিলিয়ে ১২টি সংবাদপত্র বেছে নেওয়া হয়। প্রচারসংখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, রাজনৈতিক ঝোঁক, ভাষা ও প্রকাশনাকালের দীর্ঘতা বিচার করে বাছাই করা জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল (বর্ণানুক্রমে) আমাদের সময়, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, ডেইলি স্টার, নয়া দিগন্ত, নিউ এজ, প্রথম আলো, ও বাংলাদেশ প্রতিদিন। ভৌগোলিক বিভিন্নতার বিচারে চার অঞ্চল থেকে চারটি স্থানীয় পত্রিকা বেছে নেওয়া হয় – আজকের বার্তা (বরিশাল), আজাদী (চট্টগ্রাম), সিলেটের ডাক (সিলেট), এবং যুগের আলো (রংপুর)।

নিয়মানুসারে বেছে নেওয়া হয় প্রথম ও শেষ পাতা থেকে উপস্থাপনার গুরুত্ব বিচারে ১২ থেকে ১৪টি সংবাদ।

টেলিভিশন

পরিবীক্ষণের জন্য মোট আটটি টেলিভিশন চ্যানেল বাছাই করা হয়। একমাত্র টেরিস্টেরিয়াল এবং সরকারি চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়া বাকি স্যাটেলাইট টেলিভিশন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্প্রচারের ইতিহাস, সংবাদ-চ্যানেল হওয়া, সংবাদ প্রচারে গুরুত্ব এবং মালিকানা। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় (বর্ণানুক্রমে), একাত্তর টিভি, এটিএন বাংলা, এনটিভি, চ্যানেল আই, দেশ টিভি, বাংলাভিশন, এবং সময় টেলিভিশন। পরিবীক্ষণের আওতায় আনা হয় প্রাইম টাইমে প্রচারিত সংবাদ।

রেডিও

প্রচারব্যাপ্তি, প্রচার ইতিহাস এবং ভাষাবৈচিত্র্যে তিনটি রেডিও চ্যানেল নির্বাচিত হয়। এবিসি রেডিও, বাংলাদেশ বেতার, এবং রেডিও টুডে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-প্রচার পরিবীক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়।

অনলাইন সংবাদপত্র

অধিকতর পঠন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে নির্বাচিত অনলাইন সংবাদপত্র ছিল দুইটি। বিডিনিউজ২৪.কম, এবং বাংলানিউজ২৪.কম।

সবমিলিয়ে ২৫টি সংবাদমাধ্যম থেকে পরিবীক্ষণের আওতায় আসে:

টেলিভিশন সংবাদ ১৩৪টি, জাতীয় সংবাদপত্রের সংবাদ ৯৬টি, স্থানীয় সংবাদপত্রের সংবাদ ৫০টি, বেতার সংবাদ ৩৯টি এবং অনলাইন সংবাদ ২৭টি।

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

এই পরিবীক্ষণের জন্য দুনিয়াব্যাপী একই কোডিং-কাঠামো অনুসৃত হয়েছে। একটি সংবাদকে তিনটি দিক থেকে পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাছাইকৃত কিছু সংবাদের গুণগত বিশ্লেষণও করা হয়।

১. প্রতিবেদন: সংবাদটির পরিধি কি স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক, সংবাদটি কতটুকু স্থান বা সময় পেয়েছে, সংবাদটি কি বিষয়ক ইত্যাদি দিক যেমন দেখা হয়েছে, তেমনি দেখা হয়েছে সংবাদটি সংশ্লিষ্ট কোনো নীতিমালার উল্লেখ করেছে কিনা, কিম্বা জেন্ডার সম্পর্কে কোন বিদ্যমান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে কিনা, অথবা নারী পুরুষের সমতা ও বৈষম্যের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

২. সাংবাদিক ও উপস্থাপক: সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বাইলাইন প্রতিবেদন থেকে প্রতিবেদকের জেন্ডার নির্ধারণ করা হয়েছে। রেডিওর ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও উপস্থাপকের জেন্ডার এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে জেন্ডার ও বয়স হিসেবের আওতায় এসেছে।

৩. সংবাদের মানুষ: সংবাদে বিষয় হয়ে এসেছেন, কিম্বা বিশেষজ্ঞ, মুখপাত্র, প্রত্যক্ষদর্শী বা নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে তাদের বয়স, লিঙ্গ, ইত্যাদি যথাসম্ভব চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি দেখা হয়েছে অন্তর্ভুক্ত মানুষের পেশা বা পারিবারিক সম্পর্ক উল্লেখিত হয়েছে কি হয়নি, তিনি ঘটনার ভিকটিম অথবা সারভাইভার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন কিনা ইত্যাদি।

যা জানতে পেরেছি তার উল্লেখযোগ্য দিক

১. রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্রের সংবাদে নারীর উপস্থিতি এমনকি আগের দশকের তুলনায় কমে গেছে। নারী সংবাদে উল্লেখিত হন এক পঞ্চমাংশেরও কম সময়।

২. বাইলাইন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া প্রতিবেদকের হিসেব অনুযায়ী নারী প্রতিবেদকের সংখ্যা গত পাঁচ বছর ধরে মাত্র ৮ শতাংশে স্থির হয়ে আছে। রেডিওতে প্রতিবেদক হিসেবে নারীর সংখ্যা পুরুষের সমহার থেকে কমে হয়েছে এক তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে উপস্থাপক হিসেবে নারী আবির্ভূত হয়েছে ২০১০ সালের দ্বিগুণ সংখ্যায়। টেলিভিশন সংবাদে অংশগ্রহণের চিত্রটি আরও উদ্বেগের। ২০১০ সালের তুলনায় নারী প্রতিবেদকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র এক ভাগ, তারপরও তা মোট এক পঞ্চমাংশের কোঠা ছোঁয়নি। এদিকে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ ২০১০ সালে কমে এলেও ২০১৫ সালে আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদ উপস্থাপকদের দুই-তৃতীয়াংশ নারী।

সারণি ২. সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে উপস্থাপক ও প্রতিবেদকের হারে পরিবর্তন

মাধ্যম	২০০৫				২০১০				২০১৫			
	উপস্থাপক		প্রতিবেদক		উপস্থাপক		প্রতিবেদক		উপস্থাপক		প্রতিবেদক	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সংবাদপত্র			০%	১০০%			৮%	৯২%			৮%	৯২%
রেডিও	১০০%	০%	১০০%	০%	৩৩%	৬৭%	৫০%	৫০%	৬৭%	৩৩%	৩৩%	৬৭%
টেলিভিশন	৭৮%	২২%	২৯%	৭১%	৩৬%	৬৪%	১৬%	৮৪%	৬৬%	৩৪%	১৯%	৮১%

৩. সংবাদে অন্তর্ভুক্ত নারীদের পেশা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। সংবাদে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে মাত্র ১১% নারী। এছাড়া নিরাপত্তা রক্ষার পেশায় নিয়োজিত উল্লেখিত ব্যক্তিদের মাত্র ৩%, শিক্ষকতায় নিয়োজিতদের ৮%, দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত মানুষের ২০%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিতদের ১৬%, রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের মধ্যে ৯%, গৃহকর্মে নিয়োজিতদের ৬০%, এবং শিক্ষার্থীদের ৫০% নারী।

খবরে উল্লেখিত নারীদের মধ্যে কোনো চিকিৎসক, কৃষিজীবী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ক্রীড়াবিদ, এমনকি তারকা ও মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশার কাউকে দেখা যায়নি। উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলি থেকে যারা সংবাদে এসেছেন তাদের সবাই পুরুষ। বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বাস্তবচিত্র খবরে প্রতিফলিত হয়নি।

৪. সংবাদে যখন নারী উল্লেখিত হন, তখন তার ভূমিকা কী থাকে? সংবাদে কোনো ঘটনা, বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র হিসেবে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী মাত্র ৯%। এছাড়া, উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞদের মাত্র ৭% নারী। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় না দেখা গেলেও সংবাদে যারা নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন কিম্বা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য (যথাক্রমে ৬০% ও ৫০%)।

৫. নারীকে পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত করানোর প্রবণতা বেশি। সংবাদে উল্লেখিত প্রতি

সারণি ৩. সংবাদে ব্যক্তির ভূমিকা

সংবাদে ব্যক্তির ভূমিকা	নারী	পুরুষ
জানি না	১০০%	০%
বিষয়	২৩%	৭৭%
মুখপাত্র	৯%	৯১%
বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী	৭%	৯৩%
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	৬০%	৪০%
প্রত্যক্ষদর্শী	৫০%	৫০%
জনমত	২৯%	৭১%
অন্যান্য	০%	০%

তিনজন নারীর একজনের ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচয় উল্লেখিত হয়েছে।

সারণি ৪. নারী-পুরুষের পারিবারিক পরিচয়ের উল্লেখ

পারিবারিক পরিচয়ের উল্লেখ	নারী	পুরুষ
করা হয়েছে	৩৪%	৩%
করা হয়নি	৬৬%	৯৭%

৬. নারী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইনের উল্লেখ পাওয়া যায় শতকরা মাত্র এক ভাগ সংবাদে। নারী ও পুরুষ প্রতিবেদকের মধ্যে এক্ষেত্রে কোনো ভিন্নতা দেখা যায়নি। সমাজের বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নারী-পুরুষের গৎবাঁধা উপস্থাপনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে – এমন কোন শব্দ বা ছবি পাওয়া যায়নি।

৭. সংবাদে নারীকে বিষয় হিসেবে উপস্থাপনার হার পুরুষ প্রতিবেদক (২০%) অপেক্ষা নারী প্রতিবেদকদের বেশি (২৬%)। অন্যদিকে, নারী প্রতিবেদকদের খবরে তুলনামূলকভাবে বেশি নারী সূত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

সারণি ৫. প্রতিবেদকের লিঙ্গভেদে নারী-পুরুষ সূত্রের ব্যবহার

প্রতিবেদকের লিঙ্গ	নারী সূত্র	পুরুষ সূত্র
নারী	৪৬%	৫৪%
পুরুষ	৩৮%	৬২%
অন্যান্য (ট্রান্সজেন্ডার প্রভৃতি)	০%	১০০%
জানা নাই	০%	১০০%

গুণগত বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যায়

পরিমাণগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি পরিবীক্ষকরা গুণগত বিশ্লেষণের উপযোগী কিছু খবর নির্বাচন করেন। জেন্ডার প্রশ্নে এই খবরগুলিকে আরও গভীর বিশ্লেষণ করা হয়। সেখানে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

১. উপস্থাপনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও সুপ্ত ছাঁচীকরণ: কথাহীন অসহায় ক্রন্দনরত নারী

যাত্রাবাড়িতে দুজন নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন পুরুষ ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে প্রতিবেদন করেছে। ভাড়াটিয়া এমন কোন বিশেষ তথ্য প্রদান করেননি। এই খবরের সঙ্গে 'যাত্রাবাড়ীতে নিহত গৃহকর্মীর মেয়ের বোন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন' শিরোনামে সেলফোনে কথাবলারত একজন নারীর ছবি ছাপা হয়েছে। কিন্তু এই নারী বা অন্য কোনো নারীর কোনো বক্তব্য খবরে পাওয়া যায় না।

সংবাদ ক্লিপিং ১: ছবিতে নারীর কান্না থাকলেও সংবাদ প্রতিবেদনে নারীর কোনো বক্তব্য নেই (দৈনিক ইত্তেফাক)

একই খবরের ক্ষেত্রে নয়াদিগন্ত পত্রিকা থেকে জানা যায়, এই দুই নিহত মহিলার মৃতদেহ সর্বপ্রথম দেখতে পান একজন নারী ভাড়াটিয়া। তিনিই অন্যদের খবর দেন। কিন্তু নয়াদিগন্তও সেই নারী বা অন্য কোনো নারীর বক্তব্য সংগ্রহ করেনি। সূত্র হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে একজন পুরুষ আত্মীয়ের। তিনি এমনকি ঐ বাড়ির বাসিন্দাও নন, খবর শুনে এসেছেন। সেই পুরুষ আত্মীয় অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই নয়াদিগন্তকে বলেছেন। এদিকে এই পত্রিকাও নিহত নারীদের একজনের একটি জীবদ্দশার ছবি এবং আরও দুজন বিমর্ষ নারীর ছবি প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ছবির ক্যাপশন ছিল 'স্বজনদের আহাজারি'।

যাত্রাবাড়ীতে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীসহ ২ নারীকে গলা কেটে হত্যা

যাত্রাবাড়ীতে সাবেক পুলিশ

সংবাদ ক্লিপিং ২ (ক ও খ): প্রতিবেদনের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনার অন্যতম সাক্ষী একজন নারী হলেও প্রতিবেদনে তার বা অন্য কোনো নারীর বরাতে কোনো বক্তব্য নেই (নয়াদিগন্ত)

আমাদের সময়ের প্রতিবেদনে জানা যায়, রানা প্লাজার মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ঘটনায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সন্তানকে হারিয়েছেন মেহেরো। এই প্রতিবেদন একজন নারী ও তার জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরেছে। একজন নারীকে সংবাদসূত্র হিসেবে ব্যবহারও করেছে। মেহেরো জানিয়েছেন, তিনি সরকার বা বিজিএমইএর কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। প্রতিবেদনের সঙ্গে রাগী ও প্রতিবাদমুখী একটি ছবিও আছে মেহেরোর। কিন্তু তারপরও শিরোনাম থেকে শুরু করে প্রতিবেদনের ভেতরে একাধিকবার মেহেরোর কান্নার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবাদী মেহেরোর চেয়ে ক্রন্দসী মেহেরোর বর্ণনা করাই প্রতিবেদকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

সংবাদ ক্লিপিং ৩: রানা প্লাজার সংবাদে প্রতিবাদী মেহেরার ছবি, কিন্তু সংবাদের বর্ণনায় কেবল তার কান্নাই শোনা যায় (আমাদের সময়)

২. নারীর অদৃশ্যমানতা জেন্ডার-অন্ধত্বের ফসল

এদিনের সংবাদে উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামে আসন্ন তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর। প্রার্থী অথবা প্রতিনিধিদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, কে জিতবেন সে সম্পর্কে সমর্থকদের অনুমান ইত্যাদি নানা ধরনের ছবি ও বক্তব্য দিয়ে এ সংক্রান্ত খবরগুলি উপস্থাপিত হয়। বাস্তব পৃথিবীতে বিভিন্ন আসনে নারী প্রার্থী এবং সমর্থক থাকলেও এসব ছবি ও সংবাদে তারা প্রায় অদৃশ্যই ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে, দৈনিক জনকণ্ঠের এ বিষয়ক সংবাদের উল্লেখ করা যায়। তিনটি ছবিসহ অর্ধপাতার সংশ্লিষ্ট সংবাদে কোনো নারীর বক্তব্য কিম্বা ছবি নেই।

সংবাদ ক্লিপিং ৪: সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবরে নারী সম্পূর্ণ অদৃশ্য (জনকণ্ঠ)

৩. সচেতনতাই বস্তুনিষ্ঠতা

ঘটনার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে প্রতিবেদন রচিত হলে তা বস্তুনিষ্ঠতার মাপকাঠিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। বিডিনিউজ২৪.কম অনলাইন পত্রিকার একটি সংবাদে জনপরিসরে নারীর হয়রানির চিত্র ফুটে উঠেছে। ভিড়ের মধ্যে নারীর গায়ে নোংরা তরল পদার্থ ছুঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার একজন ভুক্তভোগীর বক্তব্য এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে। সম্প্রতি এধরনের হয়রানি সংঘটিত হয়েছে সেরকম একটি স্থানের পুলিস বক্সের সাব ইন্সপেক্টর (পুরুষ) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নারী সহায়তা ও তদন্ত কেন্দ্রের সহ-উর্ধ্বতন কমিশনারের (নারী) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তারা এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন।

এ কোন কায়দায় নারীকে হয়রানি!

সংবাদ ক্লিপিং ৫: বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে রচিত প্রতিবেদন অধিকতর গ্রহণযোগ্য (বিডিনিউজ২৪.কম)

কী করতে পারি?

নারীর অগ্রগতির পথে চ্যালেঞ্জসমূহ শনাক্ত করা এবং সমাধানের জন্য বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে একটি মাইলফলক সম্মেলন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সেই সম্মেলন অনুষ্ঠান ও বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়নের দুই দশক অতিক্রান্ত হলো ২০১৫ সালে। এ বছর অনুষ্ঠিত বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে নারীর যে মুখ প্রতিফলিত হয়, তা আরও আড়ালে চলে যাচ্ছে। সংবাদ প্রতিবেদক হিসেবে নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির গতি অত্যন্ত শ্লথ।

সংবাদের মাধ্যমে একটি দেশের সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে বলেই সাধারণের বিশ্বাস। সংবাদমাধ্যম কোন সংবাদ কিভাবে পরিবেশন করে তা দেশের নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের একদিনের এই চিত্র স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন ও অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নীতিমালা ও পথনির্দেশনা অনুসৃত হচ্ছে না। উন্নতির পরিবর্তে হতাশাজনক স্থিতাবস্থা এবং অধোগতি বন্ধ না হলে অধিকার ও সমতা বিষয়ক বিভিন্ন আয়োজন, প্রকল্প ও কর্মসূচি যথোচিত ফল বয়ে আনবে না – কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদকর্মী এবং পাঠকের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

- ✓ গণমাধ্যমের জন্য সুস্পষ্ট জেন্ডার-সংবেদী সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। খণ্ডিতভাবে রচিত নীতিমালাসমূহ সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।
- ✓ স্বাধীন গণযোগাযোগ কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশন সর্বস্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সমন্বিত ও সংবেদী যোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাও এই স্বাধীন কমিশনকে নিতে হবে।
- ✓ নীতিমালা ছাড়াও প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে নিজস্ব আচরণবিধি থাকা দরকার। আচরণবিধিতে সংবাদের আধেয়গত এবং সাংবাদিকদের আচরণগত উভয় প্রকার দিকনির্দেশনা থাকবে।
- ✓ নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও নারীবান্ধব পরিবেশের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহের জোরালো ভূমিকা রাখা দরকার।
- ✓ মিডিয়া ওয়াচ গ্রুপ ও প্রেশার গ্রুপ তৈরি করে সচেতন নাগরিকদের সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমকে জবাবদিহিতামূলক করে গড়ে তুলে নিজেদের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।

বাংলাদেশ কর্মীবাহিনী: বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প ২০১৫

পরিবীক্ষণ দল

১. আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান
২. উজ্জ্বল মণ্ডল
৩. জাহানারা নূরী
৪. তানিয়া সুলতানা
৫. দুলাল সমাদ্দার
৬. নন্দিতা তাবাসসুম খান
৭. প্রিয়াংকা কুণ্ডু
৮. ফারজানা আক্তার
৯. মো: আশরাফুল আলম
১০. মো: রাইসুল ইসলাম
১১. মো: শোয়াইব রানা
১২. মো: হামজা কামাল মোস্তফা
১৩. মোশাররফ হোসেন
১৪. মৌসুমী খাতুন
১৫. শরীফউদ্দিন আহমেদ
১৬. শাহিদা পারভীন
১৭. সাজ্জাদ হোসেন ফাহিম

তত্ত্বাবধায়ক দল

তরুণ কর্মকার, ফারহানা হাফিজ, বনশ্রী ডলি, মুনিমা সুলতানা
মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, মোশরেফা মিশু, নাঈমুল ইসলাম খান

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা

নাসিমা খান মন্টি, রঞ্জন কর্মকার

প্রকাশনা

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি)

সমন্বয়

গীতি আরা নাসরীন

মার্চ ২০১৬

জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরামের পক্ষে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) কর্তৃক প্রকাশিত।
রচনা: গীতি আরা নাসরীন। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান: আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, মোশরেফা মিশু ও শরীফউদ্দিন আহমেদ।
সচিবালয়: স্টেপস্ টুওয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৩/৪, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: ৯১২৯৭৯১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৫৬৮১, ইমেইল: steps.bd@gmail.com